যায়যায়দিন

10 AUG 2008

ডাকসু নেই ১৮ বছর বাজেটে বরাদ্দ আছেই

পলাশ সরকার

১৮ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন না হলেও থেমে নেই বাজেট বরাদ্দ। চলতি অর্থবছরের বাজেটেও ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন খাতে ১০ লাখ এবং ডাকসু ও হল সংসদ অভিষেক খাতে ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

শুধু চলতি বাজেটেই নয়, আগের বছরগুলোর বাজেটেও এ খাতে মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সহসা ডাকসু নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা বা প্রস্তুতি না থাকলেও এ খাতে মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ রাখায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো, ডাকসুর মাধ্যমে যেসব কর্মকাণ্ড আগে পরিচালনা করা হতো, বর্তমানে তা টিএসসির মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। এজন্য ডাকসুর বরাদ্দ কয়েক বছর ধরেই টিএসসির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়েছে।

অথচ কয়েক বছর ধরে টিএসসি তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বরাদ্দের যে খাত তৈরি করা হয়েছিল তা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।

সবশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের

পৃ ১০ ১১ ক

ডাকসু নেই ১৮ বছর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৬ জুন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু পরিবেশ না থাকার অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগ নির্বাচনের বিরোধিতা শুরু করলে তা স্থগিত হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী পরপর ছয়বার সংবাদ মাধ্যমকে ডাকসু নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনক্ষণের কথা জানালেও পরে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৮ সালে ডাকসু ভেঙে দেয়ার পরও প্রতিবছর ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচনী ব্যয়ের নামে অভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ রাখা হতো। সে ধারাবাহিকতায় এবারের বাজেটেও ডাকসু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সংস্থার নির্বাচনের জন্য দুটি আলাদা খাত করা হয়েছে।

২০০৩-০৪ অর্থবছরের বাজেটে ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচনী ব্যয় খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৮ হাজার টাকা। পরের বছর তা বাড়িয়ে করা হয় ৫০ হাজার টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ২০০৬-০৭ অর্থবছরে হঠাৎ করেই এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫ লাখ ৭১ হাজার টাকা করা হয়। গত অর্থবছর ডাকসু নির্বাচন এবং ডাকসু ও হল সংসদ অভিষেক-এ দুটি খাতে ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরও সমপরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ১৬ লাখ টাকার বাইরে চলতি অর্থবছর ডাকসুর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা খাতে আরো ৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে এবারই প্রথম ডাকসু সংগ্রহশালার জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বাজেট নির্দেশনায় এক খাতের বরাদ্দ অন্য খাতে না নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউজিসির নির্দেশনা অমান্য করে ডাকসুর বরাদ্দ অন্য খাতে খরচ করছে। সবশেষ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের খাত পরিবর্তন না করার ওপর ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

চলতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, নেতৃত্ব বিকাশে ঐতিহাসিকভাবেই ডাকসুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ডাকসুর নির্বাচন নেই। ফলে ডাকসু নির্বাচন আজ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কবে নাগাদ এ নির্বাচনের আয়োজন করা হবে সে ব্যাপারে ভিসি নিজে কিছু বলেননি।